

ਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ

ਆਰਜ਼ੀਆਂ



12-2-48

কানাইলাল ঘোষালের

নিবেদন—

বাধা ফিল্মসের

প্যার
ঠাকুরনাথ

কাহিনী ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

*

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটাস

রিমিড

—কর্মসমূহ—

চলচ্চিত্রায়ণে—ধীরেন দে

শব্দানুলেখনে—নৃপেন পাল এম, এস, সি

রসায়ণে—ধীরেন দে, (কেবি)

সম্পাদনায়—বিনয় ব্যানার্জি

গীতি-রচনায়—সুবোধ পুরকায়স্থ

প্রচার-শিল্পী—সুবীরেন্দ্র সান্যাল

যন্ত্র-সঙ্গীত—ক্যালকাটা অরকেস্ট্রা

স্বর-সংযোজনায়—অনিল বাগচি

শিল্প-নির্দেশে—শুভ মুখার্জি

তত্ত্বাবধানে—মনোরঞ্জন মুখার্জি

ব্যবস্থাপনায়—সুধেন চক্রবর্তী

রূপ-সজ্জায়—গোষ্ঠ দাস

নৃত্য-শিল্পী—পিটার গোমেশ

স্থির-চিত্রে—গুণিন্ সেন

সাজ-সজ্জায়—বরেন দত্ত ও গোবিন্দ পাল

আলোক-সজ্জায়—সুবীর ও রাধামোহন

গোপাল ও জগন্নাথ

সহকারী—

পরিচালনায়—

বিজলী বরণ সেন

অমিত মৈত্র

প্রবোধ বসু

রুমল মৈত্র

বৈষ্ণনাথ মজুমদার

কুমার ঘোষ

কণকবরণ সেন

সঙ্গীতে—

সুশান্ত লাহিড়ী

চলচ্চিত্রায়ণে—

সুবীর মিত্র

শব্দানুলেখনে—

সুবীর দত্ত

ইন্দু অধিকারী

শিল্প-নির্দেশে—

অনিল পাইন

শচীন মুখার্জি

কবীন্দ্র দাসগুপ্ত

ব্যবস্থাপনায়—

মৃৎগ ব্যানার্জি

সম্পাদনায়—

অজিত মুখার্জি

রসায়ণে—

লালমোহন ঘোষ, চণ্ডী

শীল ও সুবীরঘোষল

স্যার শঙ্করনাথ (কাহিনী)

স্যার শঙ্করনাথ নার্ভাস রোগে ভুগছেন

কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা প্রয়োগ করেন ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়ার
যাবতীয় ঔষধ ; কিন্তু রোগ সারে না, কারণ স্যারের রোগ মানসিক ।

চিকিৎসার ভার পড়ল বন্দা থেকে সত্ত্ব আগত মনঃসমীক্ষকের (Psycho-
analyst) ডাক্তার-দম্পতি মিষ্টার ও মিসেস্‌ রায়েব উপর । ডাক্তার পরিবারের
সঙ্গে পিতৃমাতৃহীন একটা মেয়েও এলো—নাম তার
তপতী । চিকিৎসার বিনিময়ে ডাক্তার-পরিবার
পেল দৈনিক ৪৮ টাকা ফী আর স্যার শঙ্করনাথের



ভূমিকার

স্যার শঙ্করনাথ	—	অহীন্দ্র চৌধুরী
পণ্ডিত	—	তুলসী লাহিড়ী
রবীন	—	জীবেন বসু
ডাঃ রায়	—	ফণী রায়
অজিত রায়	—	অজিত ব্যানার্জি
নায়েব	—	তুলসী চক্রবর্তী
মিসেস্‌ রায়	—	প্রভা দেবী
তপতী	—	শিপ্রা দেবী
রবীনের মা	—	অপর্ণা দেবী
ব্যাড গার্ল	—	রেণুকা রায়
রবি রায়, নবদ্বীপ, হরিধন, বেচু সিংহ, শৈলেন পাল, ম্যাল্কম, বৃন্দাবন চ্যাটার্জি, আশু দত্ত, কেটে দেব, ননী মুখার্জি, কমল ভট্টাচার্য্য, মাষ্টার জগবন্ধু, তপন মিত্র, দুর্গা দাস, সুরেন চক্রবর্তী, বলাই দাস, রাধা, মিস্‌ সারা, রুবি রায়, মেনকা প্রভৃতি—		



শূন্যপ্রাসাদে Free boarding & lodging, কিন্তু তপতী পেল শঙ্করনাথের
অপরিণীম মেহ এবং ভালবাসা।

তপতীর ব্যর্থপ্রণয়ী বর্মার ধনী ব্যবসায়ী অজিত রায় তপতীর সন্মানে
কলকাতা পর্য্যন্ত এসেছে। তপতীকে তার চাই-ই—যেমন করেই হোক।

শঙ্করনাথের বাড়ীতে পিয়ানো সারাতে এসে রেষ্টুরেন্টের পিয়ানো বাজন্দার
রবীন, তপতীর মনটাকে দিয়ে যায় ভেঙ্গে। সেই ভাঙ্গা মনটা জোড়বার আশার
তপতীকে রেষ্টুরেন্ট পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে হয় দু'তিনবার। কিন্তু তপতীর হৃদয়
বুঝবার মত অবসর রবীনের কোথায়? খেটে খেতে হয় তাকে। তপতীর
সন্মানে পেয়ে অজিত রায় শঙ্করনাথের কাছে পাঠায় দূত আর তপতীকে জানায়
তার অভিপ্রায় সোজা '.....'স্পষ্ট করে।'.....

তপতীর এই আসন্ন বিপদে স্মার শঙ্করনাথের নার্ভাসনেস্ বৃদ্ধি পেল।
অজিতের হাত থেকে বাঁচতে হলে রবীনের সঙ্গে তপতীর বিয়ে দিতে হবে
অবিলম্বে।'.....'এদিকে অজিতের চক্রান্তে রবীন ধরা পরে শঙ্করনাথের টাকা-
চুরির অপবাদে। কিন্তু জেলে তাকে থাকতে হয় না'.....'মুক্তি পায় সে।'.....

রবীনকে মিথ্যা সন্দেহ করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে স্মার শঙ্করনাথ
তপতীকে নিয়ে ছোটেন রবীনের গ্রামে রবীনের কাছে ক্ষমা চাইতে '.....'গ্রামের
বুকে জমিদারের বাঁধের জল নিয়ে চলেছে ভীষণ উত্তেজনা। অনাবৃষ্টিতে গ্রামে
উঠেছে হাহাকার অথচ নতুন জমিদার বর্মার অজিত রায়ের হুকুমে হতভাগ্য
গ্রামবাসীদের ভাগ্যে জোটেনা একবিন্দু জল। শুধু তাই নয়, অজিত রায়
বাঁধের উপর সেপাই মোতায়ন করতেও ভোলেনি, বেপরোয়া গুলি চালাবার
হুকুম দিয়ে '.....'



কিন্তু নির্ভীক রবীন একাই এগিয়ে চলে জোর করে বাঁধ থেকে জল বার করে আনতে। শঙ্করনাথ নিষেধ করেন কিন্তু রবীন শোনে না.....নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। নিরুপায় শঙ্করনাথ ছোট্টেন অজিতের কাছে। হাতের কাছে প্রধান শত্রুকে পেয়ে অজিত পিস্তুল শক্ত করে ধরে। সেই মুহূর্তেই স্ত্রীর শঙ্করনাথ তাকে বাচান সর্প দংশন থেকে.....

শঙ্করনাথের অনুরোধ উপেক্ষা করলেও তপতীকে এড়াতে পারে না রবীন। রবীনের মৃত্যুর পথে সেও সহযাত্রী হয়ে এগিয়ে চলে.....।

অজিতের সেপাই রবীনকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুললো অন্ধকার বন পথে, কিন্তু তপতী রবীনকে বাঁচাতে নিজে দাঁড়াল বন্দুকের সামনে। কিন্তু কার একটা হাত এসে সিপাইয়ের উত্তম বন্দুক ছিনিয়ে নিল—সে অজিত! ...দূরে গ্রামের পথে মিলিয়ে যায় অজিত বায়ের দামী মটর ও তার মিলিটারী ট্রাক।.....

গ্রামের চাষী মজুররা আবার তানন্দে নেচে ওঠে। বাঁধের জল তারা পেয়েছে।.....মেয়েরা ছুটে আসে বরণ ডালা সাজিয়ে রবীনের মায়ের কাছে। বলে “মা! আমরা জল পেয়েছি, তুমি ধরতি দেবতার পূজা কর এই বরণ ডালা দিয়ে।” মা সেই বরণ ডালা তুলে দেন তপতীর হাতে.....

স্ত্রীর শঙ্করনাথের নার্ভাসনেস্ সেরে গেছে....., কিন্তু ডাক্তার রায় দম্পতির কৃতিত্বে নয়। তবে.....



(গান)

(১)

আজি তোমার দারুণ দারুণ
পিরাত্ত আপন হাতে গো
আগুণ ঝরা মরুর জালা
নামুক মধু রাতে গো
রাঙ্গা সে যে মধু বিষে
সইতে তুমি পারবে কি সে
দীপশিখা তার জালায় জলে
আলোর নেশায় মাতে গো ।
উড়বে আমার মনের চাতক
পুড়বে পাখা ভাবনা কি
বজ্র মেঘের ঐ পিরালার
একটু দারু দাও সাকী
পিরোবধু পিরো তবে
ব্যথা ভরা এ গরবে
নেশাএরগোলাপ ত জাগে
কাটা রয় জালাতে গো ।

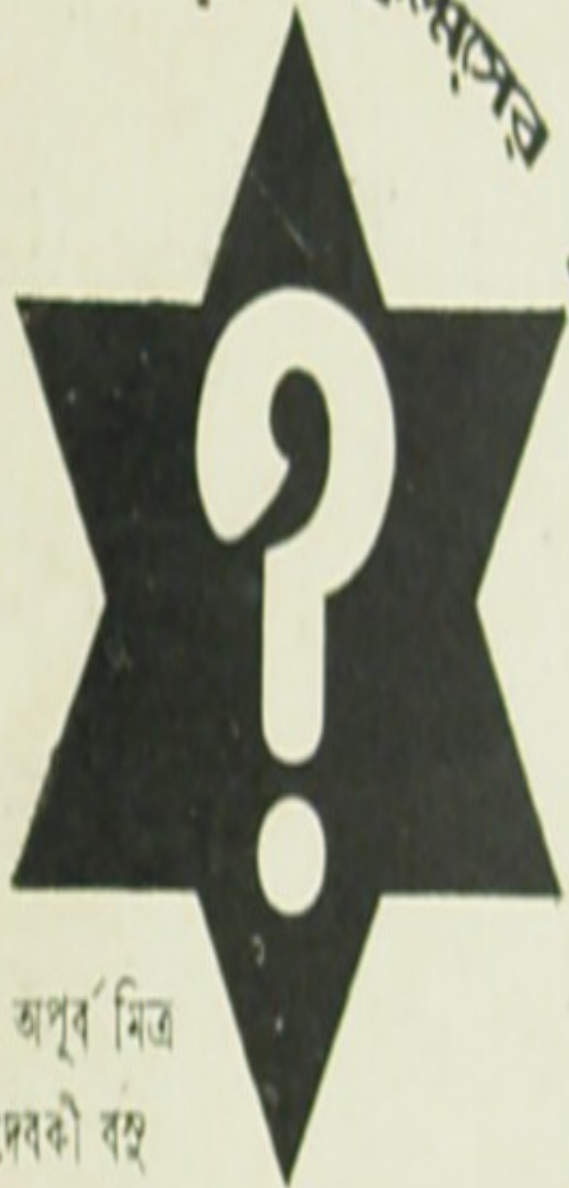
(২)

বেদরদী সাকী গো
মোর ভুরু ধরুর টানে
ছুখের আঁধার পালিয়ে যে যার
চাইলে না হায় আমার পানে ।
আমার বেণীর সুবাস ঝরে
আঙুর জাগে ধরে ধরে
রাঙ্গিরে তুলি নাগিস গো
আমার খুসীর গজল গানে ।
কাছে থেকেও রও যে দূরে
সেই ব্যথা মোর কান্দে সুরে
তোমার রাঙ্গা অধর পরশ
রঙ্গীন সরাব দোলায় প্রাণে ।
তোমার ব্যথায় হিমেল আকাশ
আমার আড়াল করে আছে
এস আমার তরুণ আঁধির
অরুণ আলোয় এস, কাছে,
পেরালা ভরি পিরাত্ত বধু
ফাগুণ ধরে যত মধু—
বুলবুল মোর বাধুক বাসা
তোমার বকের গুলিস্থানে ।

স্বাস্থ্য



রাধা ফিল্মসের



নিবেদন

পরিচালনা : অপূর্ব মিত্র
চিত্রনাট্য : দেবকী বসু

আগামী
চিত্রাবলী

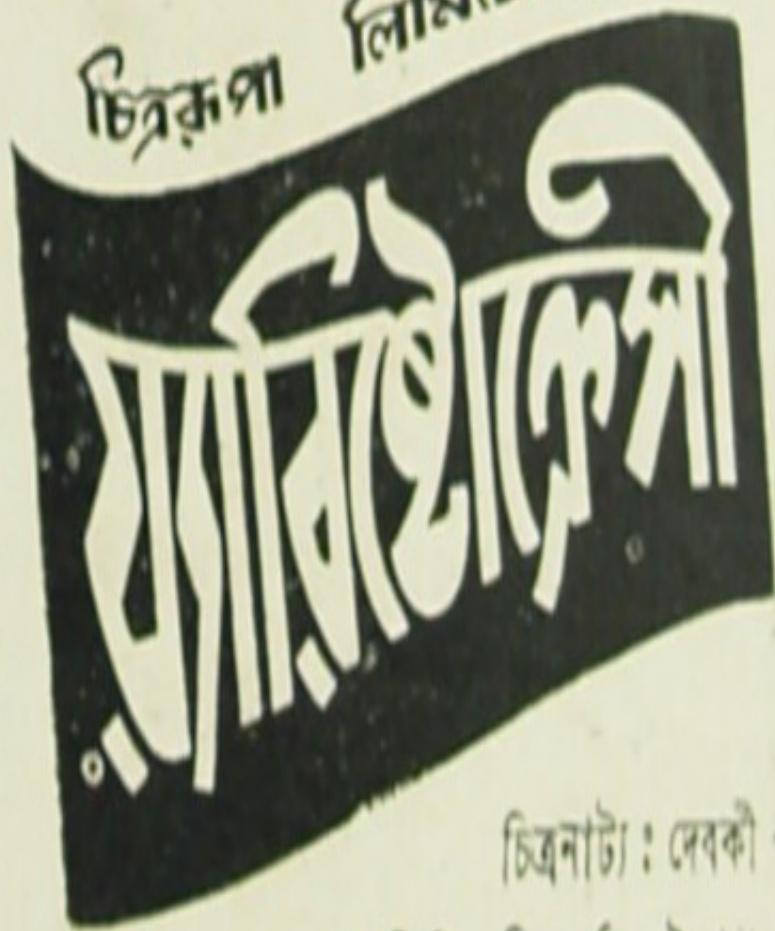
ছায়া মন্দিরের চিত্র



ভারতী

পরিচালনা :
বিনয় বানার্জী

চিত্রকলা লিমিটেডের



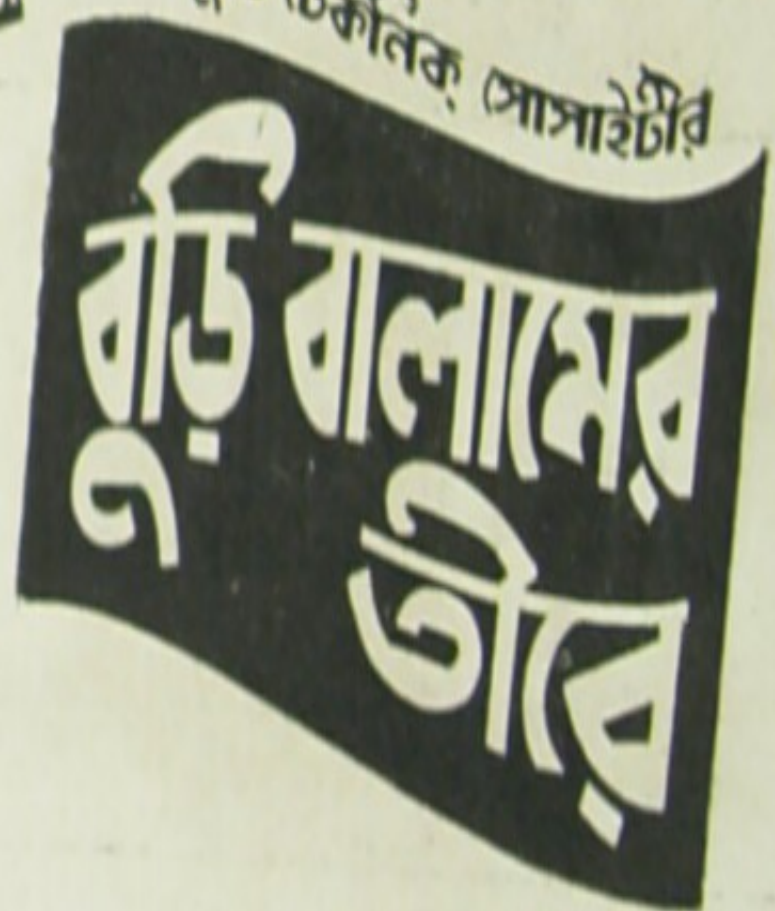
চিত্রনাট্য : দেবকী বসু
কাহিনী : নিত্যহরি ভট্টাচার্য
পরিচালনা : বিজলীবরণ সেন

এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটর্সের নিবেদন



পরিচালনা : অধা রাই
সঙ্গীত : কমল দাশগুপ্ত
চিত্রশিল্পী : অরুণ ক

মুভি টেকনিক সোসাইটির



কাহিনী : মনোব রয়
পরিচালনা : রতন চট্টোপাধ্যায়

• এ. ডি. বিলিভ •



জয়যাত্রা

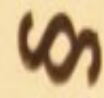
অভিনয়ে * সুমিত্রা, সুনন্দা, অহিন্দ্র
দেবী, জহর
ধীরাজ, আবিদ্রী
কেষ্টধন, কানু
ও আরো অনেকে



পরিচালনা **নীরেন নাহিড়ী**
সঙ্গীত **কমল দাশগুপ্ত**



পরবর্তী আকর্ষণ!



মিনার

বিজলী

ছবিঘরে



শ্রীমশীলকুমার সিংহ কর্তৃক এসোসিয়েটেড
ডিষ্ট্রিবিউটর্সের তরফ হইতে সম্পাদিত
ও ৩২এ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।
রাইজিং আর্ট কটেজ ১০৩নং অপার
সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে কমল
দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।